বরুণকুমার মিত্র নিবেদিত

ঈমন কল্যাণ

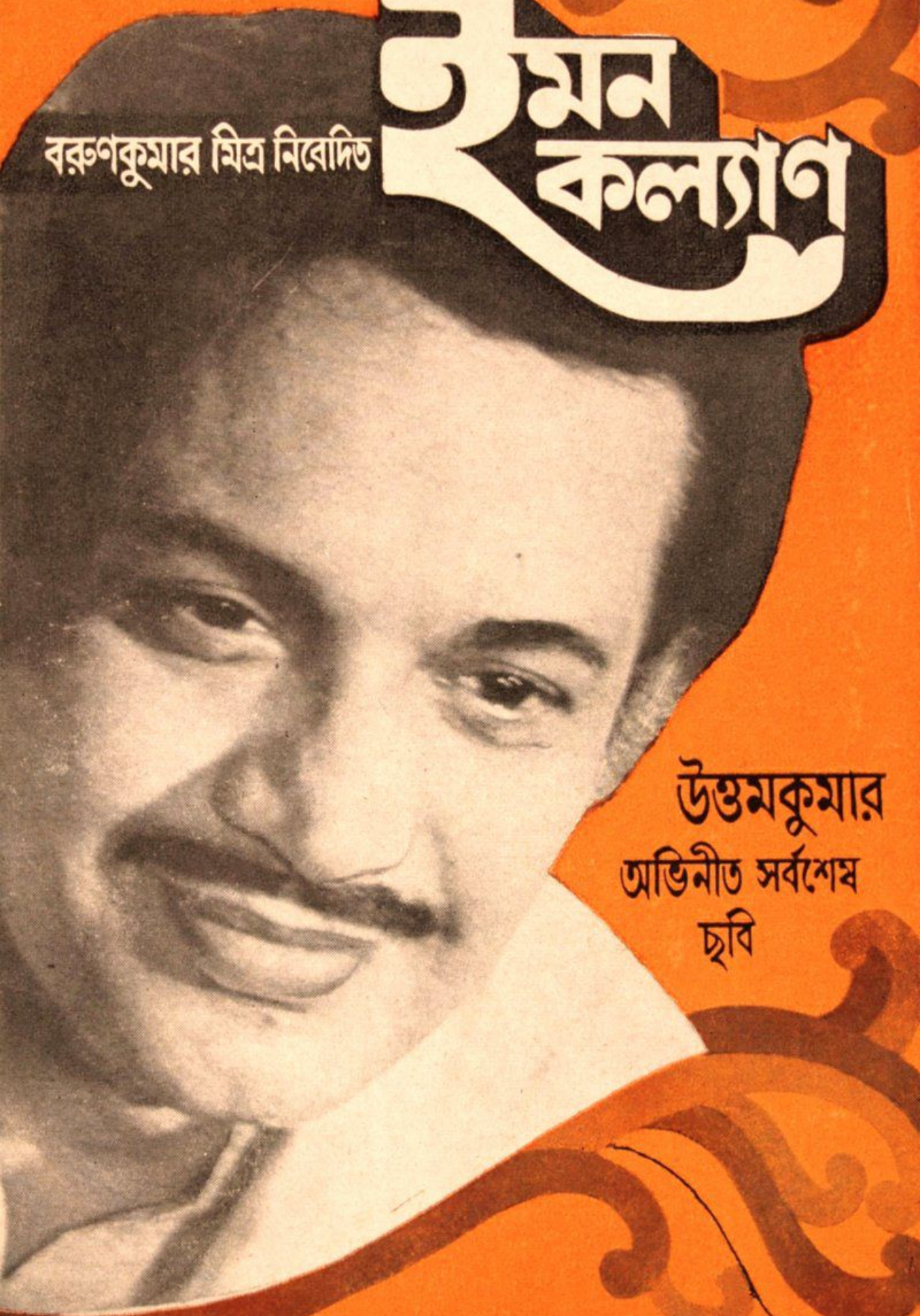

উত্তমকুমার

অভিনীত সর্বশেষ

ছবি

চিরন্তন চিত্রের

প্রযোজনা : **শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও গীতা ভট্টাচার্য**
সহযোগিতায় : **পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** (বীণা ফিল্মস)

কাহিনী, চিত্রনাট্য, নৃত্য পরিকল্পনা ও পরিচালনা : **শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়**
গীত রচনা ও সঙ্গীত পরিচালনা : **চণ্ডীদাস বসু**

চিত্র গ্রহণ : অজয় মিত্র। সম্পাদনা : অমিয় মুখোপাধ্যায়। নৃত্য পরিচালনা : মিস জেমী (ক্যাসানোভা)। রূপসজ্জা : বসির আহমেদ। শিল্প নির্দেশনা : প্রসাদ মিত্র। শব্দ পুনর্যোজনা : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। প্রধান কর্ম্মসচিব : নিশীথ চক্রবর্তী। ব্যবস্থাপনা : সুরেন দাস ও বীরেন মুখোপাধ্যায়। শব্দ গ্রহণে : জে, ডি, ইরাণী, জগৎ দাস। পরিচয় লিখন : বিরাজ সেনগুপ্ত। সঙ্গীত গ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। সাজসজ্জা : দি সিনে ড্রেস ও দাশরথী দাস। স্থির চিত্র : ষ্টুডিও বলাকা। রসায়নাগারে : বীরেন গুহ, কানাই ব্যানার্জী, তপন বোস, দিলীপ রায়, শম্ভু নস্কর, দুলাল সাহা, ফণী সরকার। প্রধান চিত্রশিল্পী : কালী ব্যানার্জী। রূপসজ্জা : বেচু আহমেদ। প্রচার : ধীরেন মল্লিক।

সহকারীবৃন্দ :

প্রধান পরিচালক : জয়ন্ত পুরকায়স্থ। পরিচালক : অমিয় কুমার বসু। শব্দ পুনর্যোজনা : ভোলানাথ সরকার। সঙ্গীত গ্রহণ : বলরাম বারুই। শব্দ গ্রহণ : সিদ্ধি নাগ ও মাণিক। সম্পাদনা : অচিন্ত্য মুখোপাধ্যায় ও জয়দেব দাস। চিত্র শিল্পী : শঙ্কর গুহ ও অরবিন্দ মিত্র। ব্যবস্থাপনা : দুখী নায়েক, খোকন দাস, যতীন দাস, শঙ্কর দাস। আলোক নিয়ন্ত্রণে : মনোরঞ্জন দত্ত, হেমন্ত দাস, দুঃখী নস্কর, মাষ্টার দা, তপন দাস। শিল্প নির্দেশনা : ৺গুপী সেন।

নেপথ্য কণ্ঠে :

মান্না দে, বনশ্রী সেনগুপ্ত, শক্তি ঠাকুর, বিটু সমাজপতি, তিলক চক্রবর্তী
শুভ্রা মুখোপাধ্যায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

তরুণ কুমার মিত্র, প্রভাস তালুকদার, বীরেন্দ্র নাথ দে, শ্রীপঞ্চানন, অমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গুপী বাবু, অশোক মজুমদার, বিশ্বনাথ ঘোষ, মিঠু, মৌ, মালু, বাবু সোনা, মা-মণি, গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেল, (কলিকাতা), সিদ্ধী গ্রামবাসীবৃন্দ, ক্যালকাটা ষ্টাকচার‍্যাল মেনটেনেন্স, আর, এন, কর, নতুন খবর, পূর্ণ মেডিক্যাল হল, অনামিকা যাত্রা ইউনিট, মহেন্দ্র মিউজিক্যাল, পিক্ ফিল্মস্।

●

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও, ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এবং
নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে গৃহীত।
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত।
বিশ্ব পরিবেশনা :
মিমি ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর

(কাহিনী)

"I shall do long his face by my shoes"—বড় ভাই রমেন চীৎকার করে বলে ওঠেন। বড় বৌ সরলা বলেন কি বললে বাপু বাংলায় বলো—জানো আমি ইংরিজী বুঝি না। বড় ভাই বললেন—জুতিয়ে মুখ লম্বা করে দেবো—বুঝলে ?

অভিমানী গলায় বড় বৌ বলে ওঠেন আমি কি করেছি যে আমায় গালাগালি দিলে। বড় বৌ কেঁদে ফেলেন।

বড় ভাই বলেন তোমায় নয়—তোমার আদরের দেওর সমুকে। ইংরিজি জানো না কত বলি মেজ বৌয়ের কাছে একটু আধটু ইংরিজি শেখ তা নয়। যে বাড়ীর মেজ বৌ বি এ পাশ, মেজ ভাই ইংরিজির মাষ্টার। ছোট ভাই গান গেয়ে বিশ্ব জয় করেছে। সে বাড়ীতে কি বাংলা কথা বলা চলে।

বড় ভাই-এর চরিত্র দূর্বাসা মুনির মত। হঠাৎ রেগে আগুন— সঙ্গে সঙ্গে জল। যথা সময়ে বাবা ও মা মারা গেলেন। সমুর সমস্ত দায়িত্ব নিতে হ'ল রমেন ও বড় বৌকে। রমেন, রনেন ও সোমেন এই তিন ভাই ও দুই বৌ নিয়ে ওদের সংসার।

বড় বৌ নিঃসন্তান। ছোট দেওর সোমেনকে নিজের ছেলের স্নেহে মানুষ করেন।

অবিবাহিত সোমেন দেশ বিদেশ থেকে গান গেয়ে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করে দেশে ফিরে এসে নৃত্য পটিয়সী অতি আধুনিকা লীনার প্রেমে পড়ে।

প্রেম বিয়ের পর্যায় আসতে বাড়ীর সকলে আপত্তি জানাল। মেজবৌ লিপি সোমেনকে বলে—মেয়েটি সত্যি তোমায় ভালবাসে না তোমার গানকে—এর খোঁজ নিয়েছ কি? সোমেন লীনার ভালবাসা যাচাই করতে গলায় ক্যান্সার হয়েছে মিথ্যা করে এই কথা জানায় লীনাকে।

লীনা যখন শুনলো সোমেন আর গান গাইতে পারবে না তখন সে তার থেকে দূরে সরে যায়। হঠাৎ দেখা যায় কাগজে কাগজে সোমেনের ছবি—বিরাট গানের আসরে গান গাইছে। ছুটে যায় লীনা—দেখে তার ফ্ল্যাটে অন্য এক অবিবাহিতা মেয়ে।

লীনা দেশের বাড়ীতে এসে ঘটনাটা জানায়। বড়দা ছুটে যায় সোমেনের ফ্ল্যাটে। কিন্তু .. ...

সোমেনের ফ্ল্যাটের মেয়েটি কে? লীনা কি সোমেনকে পাবে?

এর জবাব দেবে সামনের রূপালী পর্দা ... .

রূপদানে :

উত্তম কুমার

সুপ্রিয়া দেবী ★ দীপংকর দে ★ মহুয়া রায়চৌধুরী

অনুপ কুমার, তরুণ কুমার, প্রশান্ত চ্যাটার্জী, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, গীতা দে, শিপ্রা মিত্র, তপতী ভট্টাচার্য, শিশির মিত্র, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, শ্রমিত চ্যাটার্জী (অতিথি), রূপক মজুমদার, মৃণাল মুখার্জী, অজিত চ্যাটার্জী, সতু মজুমদার, অজিত (ছোট), নিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল দত্ত, অশোক মিত্র, স্বদেশ ভট্টাচার্য, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন মিত্র, অমর মুখোপাধ্যায়, সদর উদ্দীন, বেনু সেনগুপ্ত, কর্ণেল চ্যাটার্জী, তারক, দিনু, হারাধন, মিহির, আশিস, গৌর, স্বপন, অশোক, সুনীল নন্দী, শ্যামলী নন্দী, অলোকা নন্দী, মাঃ সম্রাট, মাঃ দীপঙ্কর, দিলীপ কুমার, রঞ্জত, প্রণব, তুষার, বাদল, সমর, চন্দ্রকান্ত, সর্বানন্দ, মাধব, পাপা চক্রবর্তী, জয়া চক্রবর্তী, টুম্পা ভট্টাচার্য, ধরিত্রী মুখার্জী, আলপনা নন্দী, কল্পনা নন্দী ও আরও অনেকে।

গান

(১)

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম
করি প্রদক্ষিণ
গলবস্ত্র হয়ে বলি
আমি অতি দীন
ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর
আর দেবগণে
গণেশে প্রণাম করি
ভক্তিভরা মনে।
বাবুমশাইরা আপনারা তো
টিকটিকি দেখেছেন? তার কাজ
হচ্ছে শুধু টিকটিক করা। তাই বলি
টিকটিকি তুই টিনের চালে
টিকটিকিয়ে মর
উই চিংড়ে পোকা ধরে
পেটটা ভর্ত্তি কর।
কবি হবার সাধ কেন তোর?
গান গাইবার সখ?
আর উপোর পানে
চার পা তুলে উপোর বানে
কর শুধু টক্ টক্।
ঠিক বলেছ বন্ধু আমার
আমি যে টিকটিকি
ভগবানের পাঠশালাতে
দেখি যে আর শিখি।
টিকটিকির চেয়ে অধম
জ্ঞান যে আমার শূন্য
সাগর পারে কুড়াই নুড়ি
এ ধলি করি পূর্ণ।
হা-হা হা বিনয়ের অবতার
ভাঙ্গিয়ে তোর অহঙ্কার
সত্যি কথা বল দিখিনি
জানিস রামায়ণ?
ঠিক ঠিক বল—
সীতা হরণ করেছে কি রাজা দশানন?
না-না-না সীতা হরণ রাজা দশানন

করবেন কেন? করেছে তোর বাবা :
কি রে জ্ঞানী কি রে গুণী
খানা খন্দের ব্যাঙ—
জবাব দিতে এসে বুঝি
ভাঙ্গলো রে তোর ঠ্যাং
খোঁড়া ল্যাং ল্যাং ল্যাং।
শুনুন যত মহাজন
শুনুন দিয়া মন
দশানন যায় নাই
সীতারে লইয়া
আসল সীতা মিলাইল
হরণ করার কালে
মায়া সীতা নিয়া রাবণ
লঙ্কাতে লুকালে
বুঝলেন বাবুমশাইরা
পতিব্রতা শিরোমণি জনকনন্দিনী
জগতের মাতা সীতা রামের গৃহিণী
রাবণে দেখিয়া সীতা
লইল অগ্নি স্মরণ
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈল
সীতা আবরণ।
সীতা লইয়া রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে
মায়া সীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে
থামলে কেন বজাও—
রঘুনাথ আসি যবে রাবণে মারিল
অগ্নি পরীক্ষা দিতে সীতারে আনিল।
তবে মায়া সীতা অগ্নি কৈল অন্তর্দ্ধান
সত্য সীতা আনি দিল রাম বিদ্যমান

(২)

ফুলের বনে ভ্রমরগুলো
গুণগুণিয়ে যে গান গায়
তার কিছু সুর শোনাব আজ
আমার এ জলসায়
তুমি শুনবে কি ?
বল তো কোন সুরে আজ
লাগলো দোলা এ পরাণে
না—না—বাহারে নয়—
এ সুর শুধু ইমন কল্যাণে
আমি তার সাথে যে ভাব করেছি
আজি এ সন্ধ্যার
তুমি শুনবে কি ?
প্রথম অন্তরার পরে
যে সুর বাজে সঞ্চারীতে
তারে যে বরণ করে
নিলাম প্রেমের আরতিতে
চলনা সেথানে যাই
যেথায় শুধু সুরের মেলা
না—না—এখানে নয়
অন্য কোথাও ভাসিয়ে ভেলা
যেথা উঠবে গো চাঁদ মুখোমুখী
তারার আঙিনায়
তুমি শুনবে কি।

(৩)

রামায়ণের সুরু হল
রাবণ সীতা হরণ করে
বাধা দিতে গিয়ে শেষে
জটায়ুটা মরে
কেন জয়ায়ুটা মরে ?
বালীবধ করে ও ভাই
সুগ্রীব হলো রাজা
কোন পাপেতে বালীর
এমন হয়ে গেল সাজা
পরমা সতী তারা যে গো
কেঁদে মরে ঘরে।

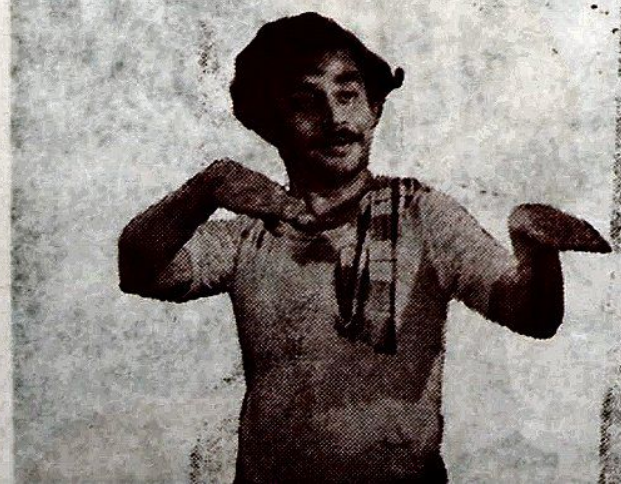

একটা চোখের জল মুছাতে
কত যে চোখ কাঁদে
একটা মরণ করতে বারণ
কত মরণ সাজে
স্বামী হারা প্রমীলার
কে বোঝে গো ব্যথা
রাবণ মরে মন্দোদরীর
ফুরাল যে কথা।
ঘর ভেদী বিভীষণ
পেয়েছে ঈশ্বরে
ক্রৌঞ্চ মিথুন অমর হলো
বাল্মীকির তরে।

(৪)

কি যে করি
ফুলঝুরি, ফুলঝুরি, ফুলঝুরি
এই যৌবন হায়
তারে নিয়ে
কি যে করি
দুনিয়ার রঙ্গশালায়
জীবনের রঙ্গে মেতে
দেহটার রোশনাই জ্বেলে মরি
অধরে মিষ্টি লালে
সকালে আর বিকালে
মাঝরাতে হই যে আমি
নিশীথ সুন্দরী
কে পেল নাই বা পেল
কে দিল নাই বা দিল
আমি তো খাসা আছি
আপন খুসীতে নাচি
সুরের এই পর্দাখানা
সরালে যাবে জানা
তুমি কে ? আমিই বা কে ?
বলবে বিচ্ছেধরী
কি যে করি।

(৫)

এই জীবনটা যে আজব কারখানা
আমি ছিলাম চাষী হলাম চাকর
আর এখন হাঃ—হাঃ—হাঃ
রাধুনী হয়ে বানাই খানা
আজ এখানে কাল সেখানে
শেওলা হয়ে স্রোতের টানে
চলছি ভেসে হেঁসে হেঁসে
বেড়াই ভেসে ঠেকব কোথায় নাই জানা
আলু পোস্ত, বিউলির ডাল
খেয়ে খাইয়ে গেল যে কাল
আজকে পোলাও, কোপ্তা, কাবাব
বানাই বসে খাবেন নবাব
প্রাণ পাখীটা থাব থাব
চলছে জোরে দোটানায়।

(৬)

কেন তুমি ডাকলে
আমার নাম ধরে
কাছে এসে কেন
আবার যাও সরে।
বেশ তো ছিলাম একা একা
যখন তোমার পাইনি দেখা
আপন খেলায় ভুলেছিলাম অন্তরে
কেন তুমি ডাকলে
আমার নাম ধরে।
এখন আমি ঝরা ফুলের দলে
হারিয়ে গেলাম ব্যথার কোলাহলে
পেয়ে হারানোর ব্যথা
তারই যে কি আকুলতা
বোঝাই তোমায় দূর হতে
কেমন করে ?

আগামী আকর্ষণ

রীতা ভাদুড়ী
সুরেশ ওবেরয়
প্রেমানারায়ণ · বেবী নাজ
ভারতভূষণ · অভিজিৎ
অসিত সেন ও
জয় মুখার্জী

বরুণকুমার মিত্র নিবেদিত

ফুলন দেবী

রঙিন

কহানী ফুলন কী (হিন্দী)

পরিচালনা · অশোক রায়
সংগীত · রবীন্দ্র জৈন

বহুল অর্থব্যয়ে গৃহীত
হিন্দী পৌরাণিক ছবি

জয় মহাকালী

রঙিন

পরিচালনা · বাবুভাই মিস্ত্রী
সংগীত · এস. এন. ত্রিপাঠী

চিরন্তন চিত্রের
তৃতীয় নিবেদন

শক্তিপদ রাজগুরুর

তিল থেকে তাল

পরিচালনা · শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়/ সংগীত · চণ্ডীদাস বসু

বিশ্ব পারবেশনা · মিমি ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর